এআই ব্যবহার করে তারা জেলা বিএনপির কমিটি ভাঙতে চায়: অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

মেহেরপুরে বিএনপির কমিটি নিয়ে ভাঙনের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, অন্য কেউ যদি বলে কালকে বা পরশু কমিটি ভেঙে যাবে, তাহলে তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কেউ যদি এক হাজার বছর ওই পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খায়, আর বলে কমিটি ভাঙবে, তবুও এই কমিটি ভাঙা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনারা গতকাল ফেসবুকে দেখেছেন, আমাদের আরেক নেতা মাসুদ অরুণ বেগম খালেদা জিয়ার মাথায় মাথা রেখেছেন। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কারণ, এআইয়ের মাধ্যমে তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী স্কুল মাঠে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জনসভায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুণকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন তিনি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুল হাসান আরও বলেন, বিএনপি হিমালয় পর্বতের মতো বিশাল ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এই দলের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। গত ১৭ বছরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি ও ঐক্যে কোনো ভাটা পড়েনি। হিমালয় থেকে এক টুকরো বরফ খসে পড়লে যেমন হিমালয়ের বিশালত্ব কমে যায় না, তেমনি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়ে বিএনপির শক্তি ও অবস্থান দুর্বল করা সম্ভব নয়।

পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীর সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ

মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

জিয়া পরিবারকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, “আপনারা জানেন, আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে জিয়া পরিবারের ওপর। এই জিয়া পরিবারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এ জন্য আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কামরুল হাসান বলেন, “আমরা মনে করি, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪ একই সূত্রে গাঁথা। তবে ২০২৪ সালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে একাত্তরকে ম্লান করা যাবে না। কারণ, আপনারা জানেন, যারা একাত্তর চায়নি, তারাই এখন বাংলাদেশে বেশি বেশি কথা বলছে। আমাদের বড় ভাই মাসুদ অরুণ একটি কথা বলেছেন, তাঁকে নাকি হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমরা এটিকে বিশ্বাস করি। আমাদের নেতৃত্বকে হত্যার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চলছে।”

বিএনপির সাংগঠনিক শক্তির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “বিএনপি একটি হিমালয়ের মতো পর্বত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জনপ্রিয় দল বিএনপি। হিমালয়ের একটু বরফ খসে গেলে যেমন হিমালয়ের কিছু যায় আসে না, তেমনি বিএনপির কিছু নেতাকর্মীকে গুম ও খুন করেও দলটির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। গত ১৭ বছরে বিএনপির নেতৃবৃন্দ, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু হিমালয়ের মতো এই দলের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং দলটি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আমরা এখনো হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে আছি। হিমালয় থেকে কেউ একটি ঢিল মারলে কিংবা একটু বরফ খসে পড়লে তাতে বিএনপির কিছু যায় আসে না। কারণ, বিএনপি হিমালয়ের মতো শক্তিশালী দল।”

দলের কমিটি নিয়ে চলমান আলোচনা ও বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে কামরুল হাসান বলেন, “আমরা এই সমাবেশ থেকে একটি কথা বলতে চাই, বিএনপি যে কমিটি দিয়েছে, কেউ যদি বলে কালকে ভাঙবে, পরশুদিন ভাঙবে, তাহলে আপনাদের তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এক হাজার বছর পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খেলেও যদি বলা হয় কমিটি ভাঙবে, তাতে বিশ্বাস করবেন না। কোনোভাবেই এই কমিটি ভাঙা সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা সবাই ফেসবুক দেখেন। আমাদের এক নেতা মাসুদ অরুণ খালেদা জিয়ার কোলে মাথা রেখেছেন—এমন একটি ছবি প্রচার করা হয়েছে। এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই এআইয়ের মাধ্যমেই তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে চায়।”

মেহেরপুরের হাসপাতালের খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, “আমরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। যে গলা বা খাবার আপনার বাড়িতে ছাগল-গরুও খায় না, আপনারা নিজেরাও যে ডিম বা পাউরুটি ব্যবহার করেন না, সেই ডিম, পাউরুটি ও কলা রোগীদের খাওয়ানো হচ্ছে। আপনার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আপনার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে। কারা এসব সরবরাহ করছে, কারা ঠিকাদারি করছে, কারা ওষুধের ঠিকাদারি করছে, আপনারা সবই জেনেছেন।”

সারের ডিলার নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আজ ফেসবুকে দেখলাম, মুজিবনগরে একটি গাড়ি সারসহ আটক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কলিম উদ্দিনের গোডাউন থেকে এসব সার উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কলিম উদ্দিনের গোডাউনের লাইসেন্সও নাকি বিএনপির এক বড় নেতার। তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের দিয়ে এসব লাইসেন্স করিয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যতগুলো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আওয়ামী লীগের সার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। অথচ তাঁরা বলছেন, আমরা নাকি সারের ডিলার নিয়োগে দুর্নীতি করেছি।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা জানেন, সারের ডিলার নিয়োগের জন্য দুটি কমিটি রয়েছে। একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং অন্যটি ১১

সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি। এই কমিটিগুলোই নির্ধারণ করেছে কারা সারের ডিলার হবেন এবং কারা হবেন না। এখানে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো বিষয় ছিল না। তাই আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।”

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ।

এ সময় বক্তব্য দেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু, জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহ, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম, রশিদুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম রকেট, রাজু আহমেদ রাজু, পলাশ ফরাজী, মিয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বিপ্লব ও যুবদল নেতা লিয়াকত আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ ও মিছিল

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেওয়ার তৎপরতার প্রতিবাদে মেহেরপুরে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিএনপি। আজ রোববার (২৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে কোর্ট চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এ ছাড়া বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কোলা মোড়ে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) সকাল থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রম বিকেল পর্যন্ত দিনব্যাপী চলবে। এতে প্রায় ৫০০ রোগীকে চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার সকালে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। কার্যক্রমে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন চিকিৎসক ডা. নাঈম।
উদ্বোধনকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সেই কর্মসূচির আলোকে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের এ উদ্যোগ। বিশেষ করে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যাঁরা সহজে চোখের চিকিৎসা নিতে পারেন না, তাঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে।”
তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ

ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা থাকবে।
আয়োজকদের উদ্যোগে দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে প্রায় ৫০০ রোগীর চক্ষু চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে।

মেহেরপুর হাসপাতালে দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে বিএনপির অভিযান অব্যহত

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং ভোগান্তি কমাতে হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

শনিবার সকাল ৭টা থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “হাসপাতালে কোনো ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। রোগীরা যাতে সঠিক চিকিৎসাসেবা পান এবং কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার না হন, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা জরুরি। জেলা বিএনপি সব সময় জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মানুষের অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে জেলা বিএনপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মুজিবনগরে বিএনপি’র দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিএনপির দুই পক্ষের ভয়াবহ সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছে। বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে রাজনৈতিক সহিংসতা জের ধরে এই ঘটনা ঘটে

আহতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের এরশাদ আলী, মাহাতাব উদ্দিন ওরফে পচা ও আসলাম হোসেন। আহতদের মধ্যে এরশাদ মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং আসলাম হোসেন ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।

স্থানীয়রা জানায়, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য (মেম্বার) পদে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুলের সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা দুইপক্ষের সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলার ঘটনায় মাহাতাব উদ্দিন, আসলাম হোসেন ও এরশাদ আহত হন। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীর সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,বিএনপির দুটি গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক পূর্ব শত্রুতা জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা আনোয়ারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সালিশের নামে অর্থ আদায়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, সরকারি জায়গা দখল, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও মাদক কারবারে সম্পৃক্ততাসহ নানা অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১১ নম্বর পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের কাছে আবেদন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর অনুসারীরা। এ সময় চাঁদা আদায়, ব্যবসায়ীদের হয়রানি, জমি ও সরকারি সম্পদ দখল এবং সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের একাধিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেন আনোয়ার হোসেন ও তাঁর কর্মীরা। লৌহজাঙ্গা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের কাছ থেকেও অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পাইকপাড়া আবাসনের পেছনে আজাদ ও তাঁর ছেলে অনিকের কাছ থেকে ছাগল চুরির অপবাদ দিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হাটগোপালপুর বাজারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মিমি ফার্মেসিসহ সাতটি দোকানে পরিকল্পিতভাবে চুরি করানোর অভিযোগও রয়েছে। এতে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

তাঁদের ভাষ্য, এ ঘটনায় তৎকালীন ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত শুরু করলেও পরে তা আর এগোয়নি। একই বাজারের

গ্রহণ এবং এলাকায় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী হাসান বলেন, ‘হাটগোপালপুর বাজারের পাটের ব্যবসা করি আমি। আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করে আনোয়ার ও তাঁর অনুসারীরা। পরে এ ঘটনায় সালিশ বসে। সালিশে ১০ লাখ টাকার পাটের বিপরীতে মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয় আমাকে। বাকি টাকা আনোয়ার হোসেন আত্মসাৎ করে।’

আরেক ভুক্তভোগী পদ্মাকর গ্রামের জাহিদ মোল্লা বলেন, ‘আমার পরিবারের সবাই বিএনপির রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনেক বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আনোয়ার হোসেন আমার পরিবারকে বাড়িছাড়া করে। এ পর্যায়ে তাঁকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। তাঁর কাছে এখনো জিম্মি হয়ে আছি।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি মহল।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু বলেন, ‘অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে সেটা নিয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে শাড়ি বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ১ হাজার শাড়ি বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি। বিএনপির চেয়ারম্যান

ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপহার হিসেবে এসব শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি বলেন, ধর্মীয় পরিচয় যার যার, তবে রাষ্ট্রের অধিকার সবার সমান। সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তারেক রহমান নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে জেলার সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রত্যাশা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা এবং সবার পাশে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির

সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনে বিএনপির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনে বিএনপির ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১১ অক্টোবর) জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রয়াত দুই নেতার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রবীণ রাজনীতিবিদ ইসলাম আলী মাস্টার ও সদ্য প্রয়াত এস এম শাহজাহানের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ৮টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনসারুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হাসান মিন্টু, জেলা যুবদলের সহসভাপতি এস এ খান শিল্টু, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম হাসান এবং পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জার্জিস ইউসুফ রৌমিকসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রাজনৈতিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুরের রাজনীতি ও বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে তাঁদের অবদান নেতাকর্মীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতেও নেতাকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

তিনি মরহুমদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তারাও মরহুমদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের

আন্দোলনে মেহেরপুরের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রুহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।